**৫৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং**

**১৩০১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শনিবার, ২০ জুলাই ২০১৩, ০৫ শ্রাবণ ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

প্রিয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

৫৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং ১ হাজার ৩০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে পবিত্র রমজান মাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

২০১০ সালের ১২ মে একটি ৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করতে এখানে এসেছিলাম। তখন আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বেসরকারী খাতকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসায় বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আমরা যখন সরকারে আসি তখন বিদ্যুৎ ছিল ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। যদিও ২০০১ সালে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করি তখন ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে যাই।

বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেনি। চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোও রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। ফলে উৎপাদন কমেছে।

আমরা এবার সরকার গঠনের পরই দ্রুত, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করি। এই সাড়ে চার বছরে ৩ হাজার ৮৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাজার ৫৩৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি। প্রতি মাসেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ছে।

আরও ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে পাব ৬ হাজার ৯৫১ মেগাওয়াট। ৩ হাজার ৯৭৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে।

আমরা প্রমাণ করেছি যে, সততা ও দেশপ্রেম নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

আমরা কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ভারত থেকে প্রথম পর্যায়ে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শীঘ্রই শুরু হবে।

আমরা ২ হাজার মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছি। এজন্য রাশিয়ার সাথে চুক্তি হয়েছে।

আমরা নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎসাহিত করছি। এসব যন্ত্রপাতি আমদানি শুল্কমুক্ত করেছি। সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রায় ৩০ লক্ষ সোলার হোমস সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ২০টি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৩২ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতি বছর বাম্পার ফলন হয়েছে। দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে।

আমরা গ্যাস উৎপাদন প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন এবং শিল্প-কারখানা ও বাসাবাড়ীতে এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রিয় আশুগঞ্জবাসী,

আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। আপনারা দেশের বহু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিয়ে গর্ব করতে পারেন। বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার উৎপাদনের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ আপনাদের এলাকায় অবস্থিত।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। আপনার একটু সাশ্রয় আরেকজনের বিদ্যুৎ-গ্যাস পাওয়ার পথকে সুগম করবে।

আশুগঞ্জ বর্তমানে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আমরা আশুগঞ্জ নদী বন্দরকে আধুনিকায়ন করেছি। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অত্র এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এলাকার জনগণ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হচ্ছে।

বর্তমান সরকারই আশুগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করেছে। ভবিষ্যতে আশুগঞ্জ উপজেলার আরও উন্নয়ন করা হবে।

সুধিমন্ডলী,

উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো, সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া। সেই লক্ষ্য পূরণে আমরা প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি।

আপনাদের নিকট অনুরোধ, আপনারা বিগত সরকারের সাথে আমাদের তুলনা করুন। ২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতো। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ৯৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন ডলারের ঊর্ধ্বে। আমরা ছোট-বড় প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। বড় বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ব অঙ্গনে সম্মানিত হয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এটি দেশের কারও কারও পছন্দ না হলেও বিশ্ব প্রশংসা করেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য রোল মডেল।

বিএনপি-জামাত জোটের সময় বিভিন্ন ভবন বানিয়ে দুর্নীতির আখড়া তৈরি করেছিল। বিদেশে তা ধরা পড়েছে। তারা জরিমানা দিয়ে কাল টাকা সাদা করেছে। দেশকে জঙ্গী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। আমরা দুর্নীতি দূর করেছি। দেশকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসমুক্ত করেছি।

আপনাদের সাহায্য ও সমর্থন পেলে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশে আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব। দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে এই সময়ে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়িয়ে ২৪ হাজার মেগাওয়াট করব। এই লক্ষ্য পূরণে প্রিয় দেশবাসী আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সমর্থন প্রয়োজন। যাতে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়।

এ আহ্বান জানিয়ে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং আরও ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের শুভ সূচনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।